

যে সালাতে হৃদয় জুড়ায়

আহমাদ বিন নাসের তাইয়ার

মুকুন
পাবলিশিং

লেখকের দুয়া ও অভিমত



আমি সুকুন পাবলিশিং এর সকল উদ্যোগ-পরিশ্রমের শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষ করে আমার বইয়ের অনুবাদ ‘যে সালাতে হৃদয় জুড়ায়’ নামে প্রকাশের মহতি উদ্যোগে তাদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। দুয়া করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দায়িত্বশীলদেরকে বইটি যথাযথভাবে প্রকাশের তাওফিক দান করুন। ইসলাম ও মুসলানদের কল্যাণে তাদের সকল চেষ্টা-পরিশ্রমের উত্তম প্রতিদান দান করুন। বিদআত ও কুসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ আকিদা লালনের জন্যেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কামিয়াব করুন।

আহমাদ বিন নাসের তাইয়ার

সৌদি আরব

বৃহস্পতিবার, ৯ ই রজব ১৪৪৬ হিজরি।

সূচিপত্র

শুরুর কথা.....	১৪
সালাতের আত্মিক স্বাদ ও মিষ্টতা.....	২১
সালাতে স্থিরতা	২৭
সালাফদের জীবনে সালাত	৩৭
অমনোযোগীর সালাত	৪১
সালাত ও খুশুখুযু.....	৪৬
সালাত : দ্বীনের পূর্ণতা.....	৫৩
সালাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য.....	৫৮
খুশু অর্জনের উপায়	৬২
পবিত্রতার পানে	৯০
সালাতের দিকে আগে আগে গমন	৯৪
প্রথম কাতারে বসা	৯৯
আউযুবিল্লাহ ও তার মর্মার্থ.....	১০৩
সুরা ফাতিহা ও সমগ্র কুরআন পাঠ.....	১০৫
রুকু ও তার অন্তর্নিহিত মর্ম.....	১০৭
সিজদা ও তার তাৎপর্য.....	১১২
সালাতের রুকুনগুলো পুনরাবৃত্তির হিকমাহ.....	১১৮
সালাত শেষে আযকার.....	১২৩
দুয়া ও আযকারের হিকমাহ.....	১২৭
মুনাজাত.....	১৩৪
শেষ কথা	১৩৮



সালাতে স্থিরতা

একজন আচরণ ও মুখের ভাষায় প্রকাশ করে, ‘সালাতের মাধ্যমে আমাকে প্রশান্তি দিন’; আর অন্য জন বলে, ‘সালাত থেকে আমাকে মুক্তি দিন’!

এমন দুজন ব্যক্তির মাঝে কত বিশাল পার্থক্য, তাই না? প্রথমজন সালাতের মাঝে শান্তি ও সুখ খুঁজে আর দ্বিতীয়জন সালাত থেকে বিরত থাকার মাঝে স্বস্তি দেখতে পায়, কোনো-রকমে কাকের মতো ঠোকর দিয়ে দ্রুত সাথে সালাত শেষ করে!

যে ব্যক্তি কাকের মতো ঠোকর মেরে সালাত আদায় করে; রুকু-সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে না, তাড়াহুড়ো করে, সে সালাতের স্বাদ ও তৃপ্তি যথাযথ লাভ করতে পারে না। তার তো সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো অবস্থা, যার সামনে মজাদার খাবার পরিবেশন করার হলে সেখান থেকে এক-দুই লোকমা খেয়েই ক্ষান্ত দেয়। দুই লোকমা খাবার তার কতটুকু প্রয়োজন মেটাতে পারে? কিন্তু যদি সে প্রকৃত ক্ষুধা অনুভব করত, তাহলে যথাসম্ভব পরিতৃপ্ত হওয়ার আগে খাবারের সামনে থেকে সরে যেত না।

কিন্তু যার অন্তর অন্য জিনিসে পূর্ণ হয়ে আছে; যার অন্তর দুনিয়ার প্রবৃত্তিচারিতা, ভোগ-বিলাস ও গাফলতে ডুবে আছে, সে কীভাবে সালাতের স্বাদ ও তৃপ্তি অর্জন করতে পারবে?

নবি কারিম সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে এত স্বাদ ও সুখ লাভ করেছিলেন যে, তিনি মুয়াযযিন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতেন, ‘বিলাল! সালাত কায়েম করো, আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে প্রশান্তি ও স্বস্তি দাও।’^[১]

সালাত ছিল নবিজির চোখের শীতলতা, হৃদয়ের প্রশান্তি। এ জন্য তিনি যখন একাকী সালাত আদায় করতেন; তখন দীর্ঘ সময় সালাতে মগ্ন থাকতেন। সালাতে আল্লাহর সান্নিধ্য ও স্বাদ না পেলে তিনি সালাত এত দীর্ঘায়িত করতেন না কখনো!

হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ‘আমি নবিজির সাথে একরাতে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি সুরা বাকারাহ তিলাওয়াত শুরু করলেন। আমি ভাবলাম, হয়তো একশ আয়াত পর্যন্ত পড়ে তিনি রুকু করবেন। কিন্তু তিনি একশতম আয়াত অতিক্রম করলেন। এবার আমি ভাবলাম, তিনি সুরা বাকারাহ দিয়ে এক রাকাত আদায় করবেন। কিন্তু তিনি সুরা বাকারাহও শেষ করলেন।

আমি ভাবলাম, তিনি সুরা বাকারাহ শেষ করে রুকুতে যাবেন। কিন্তু তিনি সুরা নিসা শুরু করলেন। সুরা নিসা শেষ করে সুরা আলে ইমরান শুরু করলেন এবং শেষও করলেন। তিনি ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করছিলেন। যখন এমন কোনো আয়াত পাঠ করছিলেন যেখানে তাসবিহ আছে; সেখানে তাসবিহ পড়ছিলেন। যেখানে কোনো দুয়া আছে, সেখানে দুয়া করছিলেন। আশ্রয় প্রার্থনার কোনো আয়াত আসলে, আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন।

তারপর তিনি রুকু করলেন। রুকুতে বলতে লাগলেন—‘সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম’। তাঁর রুকুর দৈর্ঘ্যও ছিল দাঁড়ানোর মতোই। তারপর বললেন, ‘সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ’। তারপর প্রায় রুকুর সমপরিমাণ

[১] আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪৯৫৮

সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর সিজদা করলেন। বললেন, ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা’। তাঁর সিজদার পরিমাণ কিয়ামের মতোই ছিল।^[১]

কল্পনা করতে পারেন, নবিজির এই সালাতের দৈর্ঘ্য কত ছিল! এই সালাতে তিনি ধীর গতিতে পাঁচ পারার কাছাকাছি তিলাওয়াত করেছেন! রুকু-সিজদায় দীর্ঘ সময় নিয়েছেন। যদি সালাতে সুখ ও আত্মিকতা না থাকত, তাহলে তিনি এই দীর্ঘ কিয়াম বা দাঁড়ানো সহ্য করতে পারতেন না।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘একরাতে আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি সালাতে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, আমার ইচ্ছা করছিল আমি একটি খারাপ কাজ করে ফেলি।’ তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো—‘আপনি কী ধরনের খারাপ কাজ করতে চেয়েছিলেন?’ তিনি বললেন, ‘আমি চেয়েছিলাম, বসে পড়ি অথবা নবিজিকে ছেড়ে চলে যাই।’^[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো এত দীর্ঘ সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিবেলায় এত দীর্ঘ সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আপনি এত কষ্ট কেন করছেন, অথচ আল্লাহ তাআলা আপনার আগের-পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?’^[৩]

যখন নবিজির শরীরের ওজন বেড়ে গেল, বয়স ভার হয়ে এলো এবং তিনি আগে মতো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে পারতেন না, তখন তিনি বসে বসে

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭৭২

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ১১৩৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭৭২

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৪৮৩৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৮২০



অমনোযোগীর সালাত

সালাতের আভিধানিক অর্থ দুয়া করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

আপনি তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আপনার প্রার্থনা তাদের জন্য
প্রশান্তিদায়ক।^[১]

সালাতকে দুয়া হিসেবে নামকরণের কারণ হলো, তাতে দুয়ার তাৎপর্য
তথা ইবাদাত ও প্রার্থনা নিহিত রয়েছে।^[২] সালাতে আমরা আল্লাহ
তাআলার কাছে নিজে আচরণে ও মুখের ভাষায় প্রার্থনা করছি।

এটা সবারই জানা যে, দুয়া কবুলের জন্য কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে।
সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো—আল্লাহ তাআলার কাছে বিশুদ্ধ
নিয়তে, মনোযোগ সহকারে দুয়া করা। কেননা, আল্লাহ তাআলা
গাফেল-অমনোযোগী হৃদয়ের দুয়া কবুল করেন না।^[৩]

ইমাম আওয়ায়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘সর্বোত্তম দুয়া হলো—আল্লাহ
তাআলার সমীপে অনুনয় ও কায়োমনোবাক্যে করা দুয়া।’

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ১০৩

[২] মাজমু ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ১০/২৩৮

[৩] তিরমিজি, হাদিস নং : ৩৪৭৯

সালাতে বিশুদ্ধ নিয়তে, বিগলিত হৃদয়ে রবের সামনে দাঁড়ানো মানে সালাতের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা, দুনিয়া ও আখিরাতের সবচেয়ে বড় সফলতা ও মুক্তির উপায় গ্রহণ করা।

কিন্তু সালাতে দুয়া ও যিকির-আযকারগুলো যদি অন্তর থেকে না হয়, সেখানে যদি অনুনয়-মিনতি না থাকে তাহলে সেটা সালাতে অমনোযোগিতার লক্ষণ। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِينَ -

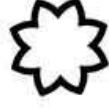
এবং সকালে ও সন্ধ্যায় নিজ প্রতিপালকের স্মরণ করো বিনয় ও ভীতির সাথে, মনে মনে এবং অনুচ্চস্বরে মুখেও। যারা গাফলতিতে নিমজ্জিত, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।^[১]

কিছু কিছু আদব ও শিষ্টাচার বান্দার যথাযথ রক্ষা করা উচিত। এর মধ্যে একটি হলো, সকাল-সন্ধ্যায় বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করা, বিশেষ করে দিনের শুরু ও শেষের সময়। নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও বিনয়ের সাথে, শান্ত ও অবনমিত অবস্থায়, অন্তর ও মুখের মিল রেখে আল্লাহর যিকির করা উচিত। এতে আদব ও ভক্তি থাকা জরুরি। দুয়া ও যিকিরে আগ্রহী হওয়া এবং সচেতন মন নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া দরকার। কারণ, আল্লাহ তাআলা এমন মনোযোগহীন হৃদয়ের দুয়া কবুল করেন না।^[২]

আল্লামা মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছি মানে—আমর তখন আল্লাহর কাছে মুনাজাত করছি। সুরা ফাতিহা পাঠ করা অবস্থায় নানারকম চিন্তা-ভাবনা মাথায় আনার

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ২০৫

[২] তাফসিরে সা’দি, পৃষ্ঠা : ৩১৪



সালাত : দ্বীনের পূর্ণতা

একজন মুমিনের দ্বীন পূর্ণতা লাভ করে সালাত কায়েমের মাধ্যমে। সালাত কায়েমই দ্বীনদারিতার নীতি। সুতরাং একজন ব্যক্তি যখন সালাতের কিয়াম, রুকন, ওয়াজিব ও খুশুর ব্যাপারে যত্নবান হবে এবং নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবে, তখনই তার সামগ্রিক অবস্থা ঠিক হবে, বিপদ-দুশ্চিন্তা দূর হবে, মনোবল উঁচু হবে এবং কাক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন সহজ হবে।

অতএব একজন তালিবুল ইলমের জ্ঞানে বারাকাহ, মর্যাদা ও দক্ষতা অর্জনের স্বপ্ন দেখা বৃথা যদি সে নিখুঁতভাবে সালাত আদায় না করে।

সালাতে নিজের অবস্থা সংশোধন না করা পর্যন্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির দুশ্চিন্তাও দূর হবে না, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিও বিপদ থেকে রেহাই পাবে না। যে ব্যক্তি চায় তার জন্য সকল ইবাদাত সহজ হয়ে যাক, তার নফস ইবাদাতে আগ্রহী হোক, তার উচিত—সালাত কায়েম করা এবং সালাতে খুশু ও একাগ্রতা বজায় রাখা।

যে চায় তার রিযিক, পরিবার-পরিজন ও যাপিত জীবনে বরকত আসুক, তার কর্তব্য—সালাত কায়েম করা। যে তার আখলাক-চরিত্রকে সুন্দর করতে চায়, স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তন করতে চায়, চায় ক্রোধের উত্তাপকে নেভাতে, তার উচিত—সালাত কায়েম করা। কেননা, সালাতই

হলো—সকল কল্যাণ, সওয়াব এবং সুখ ও সফলতার উৎস। সালাতই হলো—সকল অকল্যাণ, সংকীর্ণতা ও কষ্টের সমাধান।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ -

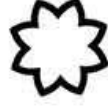
আর তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।^[১]

অতএব, দুনিয়া-আখিরাতের কাজ্জিত সকল কল্যাণ লাভ করতে, সকল অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে মুক্তি পেতে সবর ও সালাতের মাধ্যমেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করব।

সালাত একজন মানুষের জীবনে এক অনন্য রূপান্তরের মাধ্যম। যে ব্যক্তি সালাতের প্রতি যত্নবান, তার জীবন উদ্ভাসিত হয় অপূর্ব এক আলোকে। তার চরিত্রের মাধুর্য ফুটে ওঠে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজকর্ম থেকে সে দূরে অবস্থান করে। বৃন্দ হয়ে পড়ে থাকে না পাপাচার বা অসার বিনোদনে। প্রতিশ্রুতি পালন তার জীবনের একটি অটল নীতি। তার কাছে থাকা অন্যের হক আদায়ে সে সদা তৎপর, কখনোই টালবাহানা করে না। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর অধিকারও তার কাছে নিরাপদ। লেনদেনকারী ও বন্ধু-স্বজনদের কাছে সে ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সত্য ও সত্যবাদীর প্রতি তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, অন্যায় ও দুষ্কৃতকারীর প্রতি অটল ঘৃণা। নিজের বা সমগ্র উম্মাহর মর্যাদাহানির বিরুদ্ধে সে সদা সোচ্চার। লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা সহ্য করা তার ধাতে নেই। আত্মসীমার প্রত্যাহার সে বিভ্রান্ত হয় না। খোদাদ্রোহীদের কুটকৌশল তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস তার জীবনের মূল চালিকাশক্তি।

[১] সূরা বাকারা : ৪৫



খুশু অর্জনের উপায়

যে ব্যক্তি চায় যে, সে সালাতে মনোযোগী ও একাগ্রশীল হোক, তার কাছে সালাত সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক ও মিষ্টি হোক, তার জন্য এই উপায়গুলো অবলম্বন করা আবশ্যিক :

প্রথম উপায় : সালাতের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা অনুধাবন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন কারিমে ষাট বারেরও বেশি সালাতের আলোচনা করেছেন। এই পুনরাবৃত্তি তো সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে সালাতের অসামান্য মর্যাদা ও গুরুত্বেরই প্রমাণ বহন করে।

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির সেরা মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করে বলেছেন—

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحْرُ -

‘অতএব, আপনার রবের সন্তুষ্টির জন্য সালাত আদায় করুন এবং কুরবানি করুন।’

আল্লাহ তাআলা সালাত কায়েমের ব্যাপারে তাঁকে সর্বোচ্চ সর্বের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর পরিবার-পরিজনকে সালাতের ব্যাপারে আদেশ করার হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا -

‘আপনি আপনার পরিবারকে সালাতের ব্যাপারে আদেশ করুন এবং সালাত কায়েমের জন্য অধিক পরিমাণে সবর করুন।’

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা মারইয়াম আলাইহাস সালামকে, তাঁর পুত্র ঈসা আলাইহিস সালামকে, মুসা আলাইহিস সালামকে, ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালামকে এবং শূয়াইব আলাইহিস সালামসহ অসংখ্য নবি-রাসুলকে সালাতের ব্যাপারে তাগিদ সহকারে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমের অনেক আয়াতে তাদের আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো সালেহিন ও আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَابِدِينَ -

‘আর আমি তাদের কাছে কল্যাণমূলক সকল কাজের, এবং সালাত ও যাকাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলাম। তারা সকলেই ছিল আবেদ-ইবাদাতগুজার।’^[১]

সালাত, যাকাত—এগুলো কি ভালো কাজ নয়? অবশ্যই। তাহলে আল্লাহ তাআলা কেন এই দুটিকে আলাদা করে উল্লেখ করলেন? উত্তর—আল্লাহ তাআলার কাছে এ দুটি আমলের মর্যাদা, গুরুত্ব ও বিশেষত্ব অত্যধিক বেশি। আরেকটি কারণ হলো, এ দুটি আমল সমগ্র দ্বীনের মূল।

[১] সূরা আশ্বিয়া, আয়াত : ৭৩

সেজন্যই আল্লাহ বান্দাদের কাছে এ দুটি ইবাদাতের ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন, বান্দা যাতে গুরুত্ব সহকারে পালন করে। যেমন বলা হয়ে থাকে—‘আল্লাহর আদেশের প্রতি বান্দার থাকবে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা-ভক্তি, আর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর থাকবে দয়া ও রহমত।’

আমাদের ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে—আল্লাহ তাআলার আদেশের প্রতি সম্মান ও ভক্তি কেবল খুশু ও বিনয়ের মাধ্যমেই সম্ভব। এটিই তাকওয়ার মূল ভিত্তি। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন হবে—তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার মাধ্যমেই। এই দুটি বিষয়ই অর্থাৎ আল্লাহর আদেশের প্রতি ভক্তি ও সম্মান এবং বান্দার প্রতি দয়া হলো, সালাত ও যাকাতের বাস্তবতা। কেননা, সালাতের মাঝে আছে আল্লাহর প্রতি খুশু, মনোযোগ-মগ্নতা, তাঁর গোলামি, বিনয় ও স্থিরতা। এই সব কিছু গর্ব, অহংকার ও দাস্তিকতার পরিপন্থি। যাকাতের মাঝে আছে, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি কল্যাণকামিতা, তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া। এগুলো কৃপণতার পরিপন্থি।

কুরআন কারিমে বারাবার তিনি সালাতের আলোচনা পুনরাবৃত্তি করেছেন। এর মাধ্যমে সালাত আদায়ের তাগিদ স্পষ্ট হয়। নবি ও অলিগণ উত্তরসূরিদের সালাত আদায়ের অসিয়ত করে গিয়েছেন। তাঁদের উপদেশের প্রথমেই থাকত সালাতের কথা। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, সে সালাতকে সবচেয়ে বড় মনোযোগের এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে গণ্য করবে, তাই না?

আল্লাহ তাআলার কাছে সালাত বড় গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার; তাই, সালাতের প্রতিদান ও ফযিলতও অকল্পনীয়। তাওহিদ ও ঈমানের পর অন্য কোনো ইবাদাতের এতো বিশাল মর্যাদা ও প্রতিদান নেই। সালাতের অন্যতম কয়েকটি ফযিলত তুলে ধরা হলো—

এক. সালাত মানুষকে সকল অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

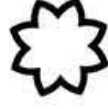
اَثْلُ مَا أُوجِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ -

আপনার কাছে কিতাবের যে অংশ নাজিল করা হয়েছে, তা পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে; আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ ভালো করেই জানেন।^[১]

নিয়মিত সালাত আদায় করলে ব্যক্তির জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। একজন ব্যক্তি যখন পূর্ণ বিনয় ও একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় করে, যখন তার প্রতিটি রুকু-সিজদা হয় আন্তরিক, প্রতিটি ওয়াজিব পালন করে সযত্নে—তখন তার হৃদয় হয়ে ওঠে আল্লাহর মহব্বতের আধার। তার হৃদয়ে জেগে ওঠে আল্লাহর প্রতি অটল ঈমান, গভীর শ্রদ্ধা আর অসীম ভালোবাসা। সেই সাথে জন্ম নেয় মহান রবের প্রতি যথাযথ ভয়—যা তাকে পাপ থেকে দূরে রাখে, সৎপথে চলতে সাহায্য করে।

হৃদয়ে আল্লাহ ভয় ও বিনয় থাকলে সে আল্লাহর অবাধ্যচারিতাকে কখনো পছন্দ করবে না; এমনকি নফস তাকে অবাধ্যতা করার কুমন্ত্রণা দিলেও সে শুনতে চাইবে না। বরং বেশি বেশি সালাত আদায়ের কারণে সে আল্লাহর নাফরমানিকে চরমভাবে ঘৃণা করতে থাকবে, নাফরমানির মূল রূপ ও তার অশুভ পরিণতি তার সামনে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফলে অন্তরে আল্লাহর সকল আনুগত্যের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ জন্মাবে। তাতে গুনাহের প্রতি অভক্তি ও ঘৃণাবোধ জাগ্রত হবে।

[১] সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৫



সালাতের দিকে আগে আগে গমন

অযু শেষ করার পরপরই আমরা সালাতের দিকে ধাবিত হব। আগে আগে সালাতের দিকে ধাবিত হওয়ার ফযিলত সম্পর্কে জানেন কি? এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস—‘মানুষ যদি জানত যে, আযান ও প্রথম কাতারে কী ফযিলত রয়েছে, সেই ফযিলত লাভের জন্য যদি লটারির দারস্থ হতে হতো, তাহলেও তারা তা-ই করত।

যদি তারা আগে আগে সালাতে যাওয়ার ফযিলত ও উপকারিতা সম্পর্কে জানত, তাহলে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিত।

অন্ধকার রাত এবং সকালে কী কল্যাণ নিহিত আছে, তারা যদি জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে উপস্থিত হতো!’^[১]

আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি, মানুষ যদি জানত আগে আগে সালাতে উপস্থিত হওয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা কী প্রতিদান রেখেছেন, তাহলে ওজর ব্যতীত কখনো সালাতে আগে আগে যাওয়া থেকে পিছিয়ে থাকত না। বরং তারা এতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিত।

[১] বুখারি হাদিস নং : ৬১৫; মুসলিম হাদিস নং : ৪৩৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘জামাতের সাথে সালাত আদায় করা, ঘর ও বাজারে একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে সাতাশগুণ বেশি সওয়াব। কারণ সে সুন্দর করে অযু করে মসজিদে যায়। কেবল সালাতের জন্যই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে। এর বিনিময়ে প্রতিটি কদমে তার একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, একটি করে পাপ মিটিয়ে দেওয়া হয়। সে মুসল্লায় থাকা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দুয়া করে বলে : “হে আল্লাহ আপনি তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ, তাকে দয়া করুন।” তাছাড়া, যারা সালাত আদায়ের জন্য অপেক্ষা করে প্রত্যেকেই সালাত আদায়কারী হিসেবে গণ্য করা হয়।^[১]

চমৎকার! মসজিদের উদ্দেশ্যে প্রতিটি ধাপে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, একটি করে পাপ মোচন করা হচ্ছে! আচ্ছা, সালাতে দেরি করে এসে, কোনোরকম জামাতে এক-দুই রাকাতে শরিক হয়ে কীভাবে আমরা সালাতে খুশু অর্জন করব? সালাতের স্বাদ ও প্রশান্তিই বা লাভ করব কীভাবে?

সালাতে যে আগে আগে উপস্থিত হয় তাকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন তিনি কাজ রেখে অতিদ্রুত সালাতের দিকে চলে আসেন? তিনি অবশ্যই উত্তর দিবেন—‘সালাতের প্রতি হৃদয়ের ব্যাকুলতায়। সালাত আদায়ের তৃপ্তি ও স্বাদ উপভোগ করতে।’

তাছাড়া নিঃসন্দেহে আগে আগে মসজিদের উদ্দেশ্যে যাওয়া, সালাতে শরিক হওয়াও মহান ইবাদাত ও সওয়াবের কাজ। যার অন্যতম ফল হলো—কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় এমন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিবেন, যার হৃদয় মসজিদের সাথেই বাঁধা থাকে। পাশাপাশি তাকে সালাতকারীদের মাঝেই शामिल করবেন যতক্ষণ সে সালাতের

[১] বুখারি, হাদিস নং : ৬৪৭; মুসলিম, হাদিস নং : ৬৪৯